2020-2021

পূর্বমেঘ

ISSN : 2320-4567

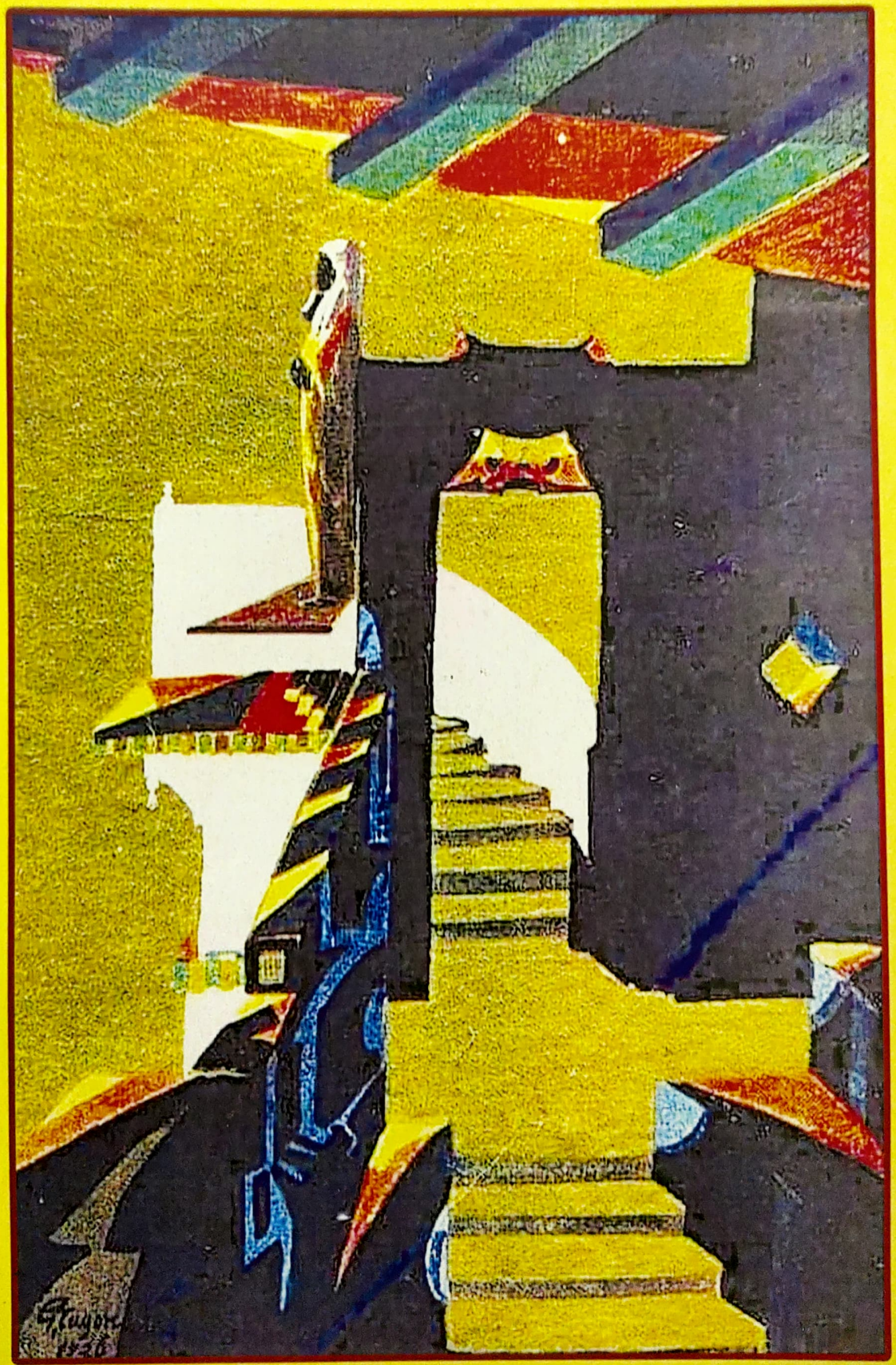

PURBAMEGH
A journal of Literature and Social Science
First Publication : 1973
New Series : 12th Issue : April 2020 - February 2021
ISSN : 2320-4567

পূর্বমেঘ
সাহিত্য ও সমাজ বিজ্ঞান, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৩ ইং
নবপর্যায় দ্বাদশ সংখ্যা : এপ্রিল ২০২০ - ফেব্রুয়ারি ২০২১ ইং

উপদেষ্টা
তপোধীর ভট্টাচার্য, শফি আহমেদ, রাতুল দেববর্মণ, বিশ্বনাথ রায়,
ঊষারঞ্জন ভট্টাচার্য, নকুল রায়, বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী

সম্পাদনা
রামেশ্বর ভট্টাচার্য, মণিকা দাস, শ্যামল বৈদ্য

সহযোগ
মণীশ চক্রবর্তী, জ্যোতির্ময় দাস, প্রসেনজিৎ দাস, রাজীব চন্দ্র পাল

প্রচ্ছদ
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছবি ঋণ
মকুল চন্দ্র দে আর্কাইভ

প্রকাশনা
মণীশ চক্রবর্তী

মুদ্রণ
উত্তর-পূর্ব প্রকাশন, আগরতলা, ত্রিপুরা। ফোন : ০৭০০৫৫৭০৪১৬

দূরালাপন
৯৪৩৬১২৭৩০৭, ৯৪৩৬৯২৬৩৩১, ৯৭৭৪৪২৫৬৬৩, ৯৭৭৪৩৮৩৪৮৯

ঠিকানা
হেমলতা কুটির,রামনগর-৭,আগরতলা,ত্রিপুরা-৭৯৯০০২
Email - chakrabortymanish97@gmail.com

প্রাপ্তিস্থান
আগরতলা ঃ অক্ষর-বইঘর। জ্ঞানবিচিত্রা-বুক্ ওয়ার্ল্ড।
কলকাতা ঃ ধ্যানবিন্দু, কলেজ স্কোয়ার ইষ্ট, ব্লক-৪, স্টল নং-৫। পাতিরাম, কলেজ স্ট্রীট্
শিলচর ঃ চৌধুরী লাইব্রেরী, সেন্ট্রাল রোড
বাংলাদেশ ঃ সৈকত হাবিব, প্রকৃতি প্রকাশন, কাঁটাবন, ঢাকা। মোঃ - +৮৮১৭২৭৩২৮৭২৩
দীপঙ্কর দাস, বাতিঘর, চট্টগ্রাম। মোঃ - +৮৮১৭১৩৩০৪৩৪৪
বিনিময়- ১০০টাকা

সূচি

প্রবন্ধ ৯-৫৫

ড. মণিকা দাস ❑ স্মৃতির আখ্যান ঃ জীবনের জলছবি ।। জ্যোতির্ময় দাস ❑ ত্রিপুরায় ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশে লোকশিল্পী মহেন্দ্র দেববর্মা ।। অনন্য দাস ❑ বীভৎস রসের চিত্রকল্প ঃ প্রসঙ্গ শীতলা মঙ্গল ।। ড. বাসন্তী ভট্টাচার্য ❑ রবীন্দ্র কাব্য খেয়া : নিখিল মানবের তিমিররাতের তরণী ।।

গল্প ৫৭-৭৩

অজিতা চৌধুরী ❑ ড্রইং ।। তাপস দেবনাথ ❑ অন্য দুষ্মন্ত ।। শ্যামল বৈদ্য ❑ কোভিড প্রেম ।। সুস্মিতা দাস ❑ পরিহাস ।।

কবিতা ৭৪-৮৮

পীযূষ রাউত ❑ বিবেক কেমন আছো ।। সুমন গুণ ❑ অর্থান্তর ।। সৈয়দ হাসমত জালাল ❑ হেমন্তরাত ।। মাধব বণিক ❑ মৌনতা ।। প্রাণজি বসাক ❑ অতিথি ।। শক্তি দত্ত রায় ❑ ঘুমিয়ে পড়লে ।। শ্যামলকান্তি দাশ ❑ ব্যাধি, বিবাহের দিনগুলি ।। সুমিত রঞ্জন আচার্য ❑ তর্পণ ।। কাকলি গঙ্গোপাধ্যায় ❑ খুঁজে পাই না ।। অরুন্ধতী রায় ❑ মানুষ ।। প্রত্যুষ দেব ❑ আমন্ত্রণ ।। সত্যজিৎ দত্ত ❑ নাম ।। সুতপা রায় ❑ পেণ্ডুলাম্ ।। ঊষসী কাজলী ❑ ফুলগাছ নেই ।। অমিতাভ ❑ নাভি ।। খোকন সাহা ❑ হবে ।। দিলীপ দাস ❑ মধ্যরাতের উল্লাস ।। নাহিদা আসরাফি ❑ পৃথিবী ।। শ্রীলা সরকার ❑ ব্যর্থ ।। পার্থ ঘোষ ❑ সবার নাম চুমকি ।। অপূর্ব পাল ❑ নগর কীর্তন ।। শম্পা সামন্ত ❑ স্নান ঘরে গান ।।

ড. বাসন্তী ভট্টাচার্য

রবীন্দ্র কাব্য খেয়া : নিখিল মানবের তিমিররাতের তরণী

আপনারে যবে করিয়া কৃপণ কোণে পড়ে যাবে দীনহীন মন দুয়ার খুলিয়া, হে উদারনাথ, রাজসমারোহে এসো।-অরূপানুভূতির এই উদ্ভাসেই উজ্জ্বল 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থটি। 'খেয়া'র যাত্রারম্ভ বঙ্গভঙ্গের কালে। ১৩১২ সালের আষাঢ় থেকে ১৩১৩, জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত কালসীমায় রচিত কবিতা নিয়ে তৈরী 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থ। 'খেয়া' কাব্যের অন্যতম কবিতা 'আগমন' রচিত হয় ২৮শে শ্রাবণ, ১৩১২। 'খেয়া'র এই কাল পর্বটি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় । ভারতের অখণ্ড জাতীয়তাবাদে আঘাত হানার লক্ষে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব গৃহীত হয় ১৩১২ সালের ৩০শে আশ্বিন। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গানটি । তাঁরই প্রস্তাবে পালিত হল অরন্ধন, গঙ্গাস্নান করে ধর্ম-বর্ণ- দলমত নির্বিশেষে রাখী বন্ধন। রবীন্দ্রনাথের গানে গানে ক্রমশ জোরদার হয়ে উঠতে লাগল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন। শুরু হল বয়কট আন্দোলন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ উপলব্ধি করলেন এই আন্দোলনে ভাঙ্গার উত্তেজনা যতটা প্রবল গড়ার উৎসাহ ততটা নয়। তাঁর এই উপলব্ধি দেশের নেতৃবৃন্দের কাছে কবির কবিত্ব-ভাবনা বলে উপেক্ষিত হল। ভাবগত সমর্থন থাকলেও তিনি নিজেকে সরিয়ে নিলেন রাজনীতির প্রত্যক্ষ ভূমি থেকে। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, "বাহিরে ব্যবহারিক জগতে সাময়িক ভাবে রবীন্দ্রনাথ রাজনীতিচর্চা ও বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের মত, স্বদেশী সঙ্গীত রচনায় ব্যাপৃত, স্বদেশের মানস-মাতৃমূর্তি গড়িয়া অর্ঘ্যনিবেদনে তন্ময়। কিন্তু বাহিরে ঘটনাভিঘাতে মন যতখানি চঞ্চল ততখানিই উহা গভীরতর আনন্দের জন্য আগ্রহান্বিত। স্বাদেশিকতার স্পষ্ট বস্তুতন্ত্রতায় মন অত্যন্ত উদভ্রান্ত বলিয়াই তাহার প্রতিক্রিয়ায় সৌন্দর্য ও সুভাব বন্ধনীমৃত অমৃতের ন্যায় অবচেতন চিত্তের মধ্যে ক্ষরিত হইল ।"[১] অন্তরস্থিত এই 'মন্থনীভূত অমৃত'ই জাগিয়ে তুলেছিল রবীন্দ্রনাথ অরূপানুভূতির উদ্ভাস।

কেবল বাইরের জগতে নয়, এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনের ঘটেছিল বিপর্যয়। ১৯০২সালে হারালেন স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে । কবির মেজ মেয়ে রেণুকা মারা গেল ১৯০৩ সালে। দুই বছর পরে ১৯০৫ সালে চলে গেলেন পিতা দেবেন্দ্রনাথ । পত্নী, কন্যা, পিতার মৃত্যুতেও ব্যথায় পূজার সমাপন হল না। ১৯০৭ সালে অকস্মাৎ মারা গেলে কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ, মৃত্যুর এই মিছিল দমাতে পারেনি কবিকে। কেবল শোকাতুর মনের স্থাপন